তিনি বেঁচে থাকবেন সুরবাহারের উদারা-মুদারা-তারায়

কাইউম পারভেজ

২৪ নভেম্বর রোববার দুপুর। গিয়েছিলাম এক দাওয়াতে। পাশে নাট্যজন শাহীন শাহনেওয়াজ। খাচ্ছিলাম আর কথা বলছিলাম। আমাদের আলোচনায় তখন সুমি। রাজিতের স্ত্রী সুমি সদ্য তার পঁচিশ বছরের ভাইটিকে হারিয়েছে। ব্যথিত মনে আমরা সুমির কষ্টটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছিলাম। দেশ থেকে সবে আদরের ভাইটিকে মাটি দিয়ে ফিরেছে। রাজিতও ঠিক এই সময়ে আমেরিকাতে। আমরা যে যেভাবে পারছি রাজিতের পরিবারের খোঁজ খবর রাখছি। এর মধ্যেই ফোনটা বেজে উঠলো। সুমির ফোন। ওপাশ থেকে সুমির চিৎকার করে কান্না - ফুপা এইমাত্র খবর পেলাম রাজিতের বাবা মারা গেছেন। .. ফুপা আমি আর নিতে পারছি না। ঠিক আছে ধৈর্য্য রাখো আমি তোমার ফুপুকে নিয়ে আসছি। শাহীন উৎকণ্ঠিত নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বললাম রাজিতের বাবা নেই শাহীন। প্রখ্যাত সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব ওস্তাদ মোবারক হোসেন খান আর নেই।

ওস্তাদ, সঙ্গীতগুরু, সুর-সাধক, সুরবাহার-এর পন্ডিত মোবারক হোসেন খান আর নেই। লেখক কলামিষ্ট প্রবন্ধকার মোবারক হেসেন খান চলে গেলেন। চলে গেলেন শিল্পকলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক মোবারক হোসেন খান। স্ত্রী ফৌজিয়া ইয়াসমিন (খান) - এককালের গানের ভূবন কাঁপানো শিল্পী এবং সাবিনা ইয়াসমিনের বড় বোন ফৌজিয়া ইয়াসমিন একা হয়ে গেলেন। বাবা হারালো তানিম হায়াত খান রাজিত, তারিফ হায়াত খান, অধ্যাপক রিনাত ফৌজিয়া খান। দাদাকে হারালো নানাকে হারালো তাঁর প্রিয় নাতি নাতনীরা। বড় আদরের নাতি নাতনীরা। তাঁর বিখ্যাত একটি বই "মুক্তিযুদ্ধ এবং ভাষা আন্দোলন"। বইখানি তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর পাঁচ নাতি নাতনি তুরিন, তানিশা, তূর্য, যোহাইব আর আরশিকে।

ছোট্ট আরশিকে জিজ্ঞেস করছিলাম তোমার দাদার কথা মনে আছে? বললো হ্যাঁ। তারপর বললো আমার নাম আরশি রেখেছে আমার দাদু। পাশ থেকে তূর্য বললো আমারটাও। একাডেমিতে যেমন ছিলেন কঠিন প্রশাসক বাড়ীতে ঠিক তার উল্টোটা। কোমল হৃদয়ের মানুষ। ফলে ভরপুর গাছ যেমন নুয়ে পড়ে তিনিও ঠিক তেমনি। ওস্তাদ আয়াত আলী খানের পুত্র এবং ওস্তাদ বাবা আলাউদ্দীন খানের ভাতিজা ওস্তাদ মোবারক হোসেন খানের গর্ব অহংয়ের কোন কমতি আছে? কিন্তু কখনোই ধরা দেবেন না। বুঝতেই দেবেন না তিনি কত উঁচু। ডাউন টু আর্থ বলে কথা আছে না? ঠিক তাই। আমার সাথে প্রথম পরিচয়েই তাঁকে বলেছি আমাকে আপনি নয় তুমি করে বলবেন। কাজ হয়নি। যতবার বলেছি যেখানেই বলেছি সেই বিনয়ের একই উত্তর - কি বলছেন আপনি? এখানকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আপনি কত সন্মানীয় মানুষ। আপনাকে আমি তুমি বলবো? কক্ষনো না। কথাটা বলে আমি যেন আরো বিপদে পড়ে যাই।

দেশ থেকে আমাকে প্রায়শঃই ফোন করতেন। কোথায় আমি তাঁকে ফোন করে তাঁর খোঁজ খবর নেবো উল্টো

আমাকেই তিনি পয়সা খরচ করে ফোন করতেন। সঙ্গীতের গল্প, তাঁর লেখালেখির গল্প, জীবনের নানা চরাই-উতরাইয়ের গল্প। গল্পের সম্ভার। মনে হতো প্রতিটা মুহূর্তেই তাঁর কাছ থেকে নতুন কিছু শিখছি। নতুন কিছু শুনছি। দৈনিক যায়যায়দিন -এ নিয়মিত কলাম লিখতেন। একদিন ফোনালাপেই তাঁকে বললাম আমার দুটো বই বেরিয়েছে একটা গদ্য-কলাম সংকলন - অল্প-স্বল্প গল্প আর একটা কবিতার বই "প্রাণ সঙ্গীতের

আভোগ"। কবিতার বইয়ের নামখানি শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন বইগুলো আমার কাছে পাঠাতে পারবেন? একটু দেখতাম। বইগুলো তাঁর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম বই পেলেন কিনা! বললেন পেয়েছি। আর কিছু বললেন না। আমি আশা করছিলাম তিনি ইয়েস-নো-ভেরীগুড কিছু একটা বলবেন। তো কিছুই বললেন না। আমিও আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি। এরপর একদিন ফোন। বললেন আজকে যায়যায়দিনটা খুলে দেখেন। আমি আপনার অল্প-স্বল্প গল্পের রিভিউ লিখেছি। প্রাণ সঙ্গীতের আভোগ-ও রিভিউ করেছি ওটা আগামী সপ্তাহে বা পরের সপ্তাহে বেরুবে। রিভিউটা পড়ে মনে হলো আমার গোটা বইয়ের চেয়ে তাঁর একপাতার রিভিউটাই সবচে সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। আমার আর কবিতার সম্পাদিত "মুকুল ফুটেছিলো লাল সবুজে" বইখানিরও রিভিউ করেছেন তিনি। ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন এম আর আখতার মুকুলকে। কবিতাকে দেখলেই বলতেন মুকুল সাহেব আমার পেশাগত জীবনে যে উপকার করেছেন তা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। তেমনি তিনি নিজেও বহু মানুষের উপকার করেছেন। সাহায্য করেছেন।

লেখালিখি তাঁর থেমে থাকে নি। তিরিশ বছর বিভিন্ন পদমর্যাদায় কাজ করেছেন বাংলাদেশ বেতারে। সেই ফাঁকে লেখালিখিও করেছেন নিয়মিত। পঞ্চাশের উপর তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা। প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে সংগীতসাধক অভিধান, বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ, সংগীতামৃত, আমি যে বাজিয়েছিলেম, গড়লো যারা সুরের তাজমহল, বাংলাদেশের মুসলিম সংগীতসাধক, নজরুল সংগীতের বিচিত্র ধারা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশ সঙ্গীতজ্ঞ। যে দশ সঙ্গীতজ্ঞকে নিয়ে তাঁর মূল্যবান বই তাঁরা হলেন -আমীর খসরু, ইয়োহান সেবাষ্টিয়ানবাখ, জর্জ ফ্রেডারিক হ্যান্ডেল, ওলফ্‌গাঙ আমাডিউস মোৎসার্ট, লুডভিগ ভ্যান বিটোফেন, ফ্রেডারিক, ফ্রাঁসোয়া শোপ্যাঁ, পিয়টর ইলিচ চায়কভস্কি, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ, জর্জ হ্যারিসন।

সিডনিতে যতবার এসেছেন ততবারই তাঁর সাথে বৈঠক হয়েছে সঙ্গীতের আড্ডা হয়েছে কখনো সিরাজুস সালেকীনের বাসায়, কখনো একুশে একাডেমীতে, কখনো অমিয়া মতিনের বাসায় কখনো আমার বাসায়। প্রতিবারই তাঁকে নতুন মানুষ হিসেবে যেন আবিষ্কার করেছি। তিনি এতোই যে জানেন। ভয়ে লাজে নিজের সীমাবদ্ধায় চুপ করে থাকি আর বিস্ময় মানি।

২০১৬তে দেশে গিয়েছিলাম। তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। বয়েসের ভারে তখন অনেকটা দূর্বল হয়ে গেছেন। তাছাড়া

একটা সড়ক দূর্ঘটনার কারণে চলা ফেরায়ও তখন বেশ অসুবিধা। ডিমেনসিয়ার সাথে ততদিনে তাঁর বোঝাপড়া শুরু হয়ে গেছে। অনেক কিছুই মনে রাখতে পারেন না। তার মাঝেও লাঠিতে ভর করে এঘর ওঘর ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। প্রাণপ্রিয় সুরবাহারটাকে দেখিয়ে বললেন আমি থেমে গেছি আমার সুরবাহারটাও থেমে গেছে। ওই দেখেন প্লাষ্টিক কভারে ঢেকে রেখেছি। ধূলায় মলিন। দেখালেন তাঁর একুশে পদক, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার, বাংলা একাডেমী পদকসহ নানান পুরস্কার। তাঁর এ কষ্টের চলা ফেরা দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো। কথা বলতে বলতে কথার খেই হারিয়ে ফেলেন। তারই মাঝে বললেন - আপনার লেখা দেশের গানটা যেটা আমার ভাই শেখ সাদী খান সুর করেছে আর অমিয়া মতিন গেয়েছেন খুব ভাল লেগেছে। আরো বললেন বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ নিয়ে একটা গান লেখেন আমি সাদীকে দিয়ে সুর করাবো। বললাম লিখবো। আর লেখা হয়ে ওঠেনি। যদি কখনো লিখি তাঁকে তো আর দেখাতে পারবো না। এমন করে আমাকে আমার লেখালিখি নিয়ে কেউ উৎসাহিত করেনি। মাঝে মাঝে ভাবি কোথায় সঙ্গীতজ্ঞ মোবারক হোসেন খান আর কোথায়

আমি। অথচ তাঁর সাথে আমার যেন বন্ধুর সম্পর্ক। গুরু শিষ্যের সম্পর্ক। এমন মানুষের সহচার্য আমার জন্য আশীর্বাদ। করুনাময় তাঁকে জান্নাতবাসি করুন।

রাজিত এ বছরের প্রারম্ভে দেশে গেল। যাবার আগে বললো আব্বার জন্য মনটা খারাপ লাগছে। একটু দেখে আসি। দেশ থেকে ফেরার পর রাজিতকে জিজ্ঞেস করলাম কেমন দেখলে কেমন আছেন তিনি। তোমাকে দেখে নিশ্চয়ই তিনি খুব খুশী হয়েছেন। রাজিত আমার কথার উত্তর দেয় না। কিছুক্ষণ পর বললো - ফুপা আব্বা আমাকে চিনতে পারেন নি। কাওকে চেনেন না এখন। যখন আমার সাথে ফোনে কথা হতো বলতেন দোয়া করবেন যেন কারো বোঝা না হই। কারো কষ্টের কারণ না হই। না তিনি কারো কষ্টের কারণ হন নি। নীরবে নিভৃতে ঘুমের মাঝে চুপিসারে চলে গেছেন। আর আমরা হারালাম এমন জ্ঞানগর্ভ পন্ডিতজন সুরসাধক মোবারক হোসেন খানকে। এই ক্ষণজন্মা মানুষটিকে আল্লাহপাক জান্নাতে সন্মানিত করুন। আমাদের দায়িত্ব তাঁকে এই পৃথিবীর বুকে সন্মানিত করা। তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টির মাঝে, লেখনীর মাঝে আর - প্রিয় সুরবাহারের উদারা-মুদারা - তারায়।